দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 16 APR 1989
পৃষ্ঠা ... ২ কলাম ... ।

২/।। দৈনিক 16 APR 1989
ইত্তেফাক
রবিবার, ৩রা বৈশাখ, ১৩৯৬

৯০ কোটি মানুষ শিক্ষা বঞ্চিত

বিশ্বে ৯০ কোটিরও বেশি লোক অশিক্ষিত। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ১০ কোটিরও বেশি শিশু স্কুলে যায় না। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের মহাপরিচালক কেদারিকো মেয়র একথা জানাইয়াছেন। তিনি আরো জানাইয়াছেন, উন্নয়নশীল দেশগুলির মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী ও এক-চতুর্থাংশ পুরুষ লিখিতে-পড়িতে জানে না। তাঁহার মতে, একবিংশ শতাব্দীতে অশিক্ষাই হইবে প্রথম উদ্বেগের কারণ। কেদারিকো মেয়রের এই অনুমান যে যথার্থ সে কথা সম্ভবত না বলিলেই চলে। আধুনিক বিশ্বে নিরক্ষরতা বা অশিক্ষার সমস্যাটি যে কী ভয়াবহ তাহাও বোধকরি অধিক ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। বিংশ শতাব্দীর এই শেষ প্রান্তে আসিয়াও বিশ্বে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা ৯০ কোটিরও অধিক ইহা বিশ্ব-সভ্যতার জন্যই লজ্জার বিষয়। আর এই বাস্তবতা ইহাই প্রমাণ করে যে, এখনো আমাদের এই পৃথিবী হইতে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, রোগব্যাধি ও নিরক্ষরতা দূর করা যায় নাই। একদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই বিস্ময়কর উন্নতি ও অন্যদিকে এই পৃথিবীতেই ক্ষুধা, দারিদ্র্য, রোগ ও নিরক্ষরতার অভিশাপ মানুষের জীবনকে পর্যুদস্ত করিতেছে, ইহা ভাবিতেও বিস্ময়বোধ করিতে হয়।

পৃথিবী হইতে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, রোগ ও নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করা না গেলে বিশ্বে মানুষের এই সমৃদ্ধি ও বিজ্ঞানের এই বিকাশ কখনোই পূর্ণতা পাইবে না।

নিরক্ষরতা ও অশিক্ষার সমস্যা উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশগুলির জনজীবনকে ম্লান করিয়া রাখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল আগেই এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা দেওয়ার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজো তাহাদের মুখে ভাষা ফোটে নাই, তাহারা এখনো তেমনি শিক্ষার আলো বঞ্চিত। শিক্ষাহীন জাতির উন্নতি অসম্ভব। একথা আজ প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, বিশ্বের অশিক্ষিত লোকেরাই দারিদ্র্য-পীড়িত। সুতরাং দারিদ্র্য মোচন করিতে হইলেও শিক্ষার প্রয়োজন। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে শিক্ষা ব্যতীত কোনো জাতির পক্ষেই সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। পৃথিবীতে যে জাতি যতো শিক্ষিত সে জাতিই ততো সমৃদ্ধ।

আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার এখনো হতাশাব্যঞ্জক। শিক্ষিতের হার শতকরা ২২ জন বলা হইলেও প্রকৃত শিক্ষিতের সংখ্যা সম্ভবত আরো কম। আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি হিসাব করিলে দেখা যাইবে, দেশে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যাই আরো বৃদ্ধি পাইতেছে। জনসংখ্যা অনুপাতে দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ে নাই; পক্ষান্তরে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক স্তরেই শতকরা ৫০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছে। শিক্ষার-প্রসার, সার্বজনীন শিক্ষা ও ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষার কথা শোনা গেলেও দেশে শিক্ষা বিস্তারের প্রকৃত চিত্র হইতেছে ইহাই। অবস্থা এরূপ চলিতে থাকিলে শিক্ষা প্রসারের পরিবর্তে দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যাই যে আরো বৃদ্ধি পাইবে তাহা বোধকরি না বলিলেই চলে। আমরা মনে করি, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষা বিস্তারের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন এবং সে অনুযায়ী নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সুষ্ঠু কর্মসূচী ও ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা কর্তব্য।